পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
Palli Daridro Bimochon Foundation (PDBF)

PDBF

নিউজলেটার ঃ সংখ্যা-১৭ মে, ২০১৬

পিডিবিএফ এর নতুন চেয়ারপারসন

ড. প্রশান্ত কুমার রায় গত ১৪ মার্চ, ২০১৬ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি পদাধিকার বলে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর বোর্ড অব গভর্নর্স এর চেয়ারপারসন এর দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব এম এ কাদের সরকার অফিসার্স ক্লাব ঢাকার সহ সভাপতি নির্বাচিত

বিগত ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬ অফিসার্স ক্লাব ঢাকা এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এম এ কাদের সরকার বিপুলভোটে সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। জনাব এম এ কাদের সরকার প্রাক্তন চেয়ারপারসন, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ ২য় বার অফিসার্স ক্লাব ঢাকার সহ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় পিডিবিএফ এর সকল সহকর্মীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান এবং জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, পরিচালক, মাঠ পরিচালন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সেলপ কার্যক্রম পরিদর্শন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), পিরোজপুর অঞ্চলের বাগেরহাট সদর উপজেলার সেলপ (এসএমই) কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের উপ সচিব (বাজেট) জনাব শুশান্ত কুমার কুন্ডু এবং পিডিবিএফ পিরোজপুর অঞ্চলের উপ পরিচালক বেগম শামীম আরা সপ্না।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে "পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় পিডিবিএফ এর সকল উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার বিতরণ

"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় পিডিবিএফ ইতোমধ্যে ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়সহ প্রধান কার্যালয়ে একটি করে মোট ১১টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করেছে। এ ছাড়াও "আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় পিডিবিএফ এর সকল উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার বিতরণ শুরু করেছে। বিগত ৯ এপ্রিল, ২০১৬ উপ-পরিচালকের কার্যালয় ঝালকাঠির উদ্যোগে ঝালকাঠি অঞ্চলের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়। উক্ত কম্পিউটার বিতরণী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কম্পিউটার বিতরণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এম,পি,। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সরদার মোঃ শাহআলম, প্রশাসক, জেলা পরিষদ, ঝালকাঠি জেলা, জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব আলহাজ্ব খান সাইফুল্লাহ পনির, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঝালকাঠি জেলা, জনাব আলহাজ্ব লিয়াকত আলী তালুকদার, মেয়র, ঝালকাঠি পৌরসভা, জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা, পুলিশ সুপার, ঝালকাঠি। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ ঝালকাঠি অঞ্চলের সকল ইউডিবিও বৃন্দ, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব দিলরুবা আরিফা বেগম, উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, ঝালকাঠি অঞ্চল।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলের উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণের মাঝে একটি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার

(প্রিন্টারসহ) বিতরণ করেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, পরিচালক, মাঠ পরিচালন, জনাব মুহিউদ্দিন আহমদ পান্নু, যুগ্ম পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও যোগাযোগ এবং তাছলিমা বেগম, উপ-পরিচালক, বরিশাল অঞ্চল।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), রংপুর অঞ্চল-এর পিডিবিএফ সম্প্রসারণ ও আইসিটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন এবং পিডিবিএফ এর যুগ্ম পরিচালক, নীতি ও পরিকল্পনা এবং প্রকল্প পরিচালক, পিডিবিএফ সম্প্রসারণ ও আইসিটি প্রকল্প, ড. মোঃ মনারুল ইসলাম। এ সময়ে অতিথিবৃন্দ পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পের কুমিল্লা অঞ্চলের তিতাস উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তিতাস উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাকিমা বেগম। অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলন জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং জনাব মোঃ ইউনূস মিয়া, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, পিডিবিএফ, তিতাস উপজেলা।

বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পিডিবিএফ, কুমিল্লা অঞ্চলের মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান কার্যালয় হতে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মনারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প ও আইসিটি প্রকল্প। সভার শেষে তিনি যে সমস্ত উপজেলা বিগত তিন মাসে খুবই ভাল করেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং উৎসাহমূলক দিক নির্দেশনা দেন। এছাড়াও তিনি ইউডিবিওগণের মাঝে একটি করে গ্রামীণফোন সিম এবং একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) বিতরণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপ পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, কুমিল্লা অঞ্চল।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পিডিবিএফ কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণের মাঝে একটি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) বিতরণ করেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপ পরিচালক, জনাব সুশীল মজুমদার। এ সময় তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের মাসিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এবং সভার শেষ পর্যায়ে তিনি যে সমস্ত উপজেলা বিগত মাসে খুবই ভাল করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উৎসাহমূলক দিক নির্দেশনা দেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ইং তারিখে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), রংপুর অঞ্চল-এর পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক এবং সহকারী প্রধান জনাব বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক, নীতি ও পরিকল্পনা এবং প্রকল্প পরিচালক, পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প ও আইসিটি প্রকল্প ড. মোঃ মনারুল ইসলাম এবং মিসেস জুলিয়াত আরা উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, রংপুর অঞ্চল। এ সময়ে অতিথিবৃন্দ পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রধান অতিথি জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক রংপুর অঞ্চলের ২২ জন উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণের মাঝে একটি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) বিতরণ করেন।

কলা চাষে ভাগ্যের চাকা ঘোরাল মায়া রাণী

জলঢাকা পৌরসভার অদুরেই পূর্ব বিন্নাকুড়ী ডাঙ্গা পাড়া গ্রাম। এ গাঁয়েরই বাসিন্দা মায়া রাণী। বেকার স্বামীর সংসারে দুই ছেলেকে নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন মায়া রাণী। অভাব অনটন ছিল তার নিত্য সঙ্গী। এমনি এক সময় তার দেখা হয় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) জলঢাকা কার্যালয়ের মাহবুব আলমের সাথে। মাঠ কর্মকর্তা মাহবুব আলমের পরামর্শে একটি সমিতি গঠন করেন মায়া রাণী।

পিডিবিএফ হতে কলা চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ১৫ শতক জমিতে কলার চারা রোপন করেন। প্রথম বছর ১৯,০০০/- টাকা লাভ হয়। নতুন আশার আলো দেখতে পান মায়া রাণী। পিডিবিএফ থেকে পরবর্তীতে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো বড় পরিসরে কলাচাষ শুরু করেন। স্বামী এখন নিয়মিত তার সাথে কলা বাগানে কাজ করেন। কলা চাষের পাশাপাশি আদার চাষ করে তিনি বাড়তি আয়ও করছেন। মায়া রাণী এখন সমিতির সভানেত্রী। সবাই তাকে অনেক সম্মান করে আর তিনিও সমিতির সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। সংসার এখন তাঁর ভালোই চলছে। তাঁর বড় ছেলে ৯ম শ্রেণীতে ও ছোট ছেলে ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। সপ্তাহে ২০ টাকা-৫০ টাকা করে পিডিবিএফ এ সঞ্চয় জমা করে তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় জমা হয়েছে ৭,৫০০/- টাকা। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের জন্য তিনি পিডিবিএফ এর নিকট কৃতজ্ঞ।

মোঃ মছলে উদ্দিন, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, জলঢাকা, রংপুর অঞ্চল

> সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং
> এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে।
> -আল কুরআন

পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন

বিগত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের একটি দল পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দলের প্রধান ছিলেন জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন, বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পরিকল্পনা কমিশন। অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে ছিলেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং। জনাব ফকির মু. মুনাওয়ার হোসেন, সদস্যের একান্ত সচিব, মুসরাত মেহ্ জাবীন, উপ-প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, সৈয়দ জাহিদুল আনাম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পরিকল্পনা কমিশন।

পরিদর্শনকারী দলকে সংক্ষেপে পিডিবিএফ এর ক্রমবিকাশ, চলমান কার্যক্রম ও পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মকর্তাগণ দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য সহকারে পিডিবিএফ এর প্রাণবন্ত উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করেন। কমিশনের কর্মকর্তাগণ পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন ও সার্বিক কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে পিডিবিএফ কে আরো বেশী প্রকল্প প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিডিবিএফ আইসিটি কম্পিউটার ল্যাব এ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিডিবিএফ আইসিটি কম্পিউটার ল্যাব এ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মশালা (২য় পর্যায়) এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান এ উপস্থিত ছিলেন বরিশালের জেলা প্রশাসক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) বেগম হোসনে আরা এবং তাছলিমা বেগম উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, বরিশাল অঞ্চল। জেলা প্রশাসক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান পিডিবিএফ আইসিটি কম্পিউটার ল্যাব এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পিডিবিএফ -এ নবযোগদানকৃত শিক্ষানবিস মাঠ সংগঠকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সমাপ্ত

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে নিবিড়ভাবে সেবা দানের জন্য পিডিবিএফ এর বিভিন্ন কার্যালয়ে বেশ কিছু শিক্ষানবিস মাঠ সংগঠক নিয়োগ করা হয়েছে। এ সকল মাঠ সংগঠকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, পিডিবিএফ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ও সেবার মানোন্নয়নের জন্য তিন দিন ব্যাপি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়।

উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সগুলো ২৩ মার্চ, ২০১৬ হতে ১২ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ৯টি ব্যাচে বিভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। ভেন্যুসমূহ হলো পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) কোটালী পাড়া, গোপালগঞ্জ, এপেক্স ট্রেনিং সেন্টার, ময়মনসিংহ, হর্টিকালচার সেন্টার, ময়মনসিংহ এবং আরডিটিআই, খাদিমনগর, সিলেট। উক্ত কোর্সসমূহের কোঅর্ডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দা লতিফা বানু, উপ-পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বেগম ফাতেমা খাতুন, উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনাব সোহরাফ হোসেন, উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, যোগাযোগ, জনাব মোঃ আব্দুল হাই, সহকারী পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও যোগাযোগ এবং বেগম হাছিনা খাতুন, সহকারী পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দিক

নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সকল সহকর্মীকে দরিদ্র মানুষের সেবার মন মানষিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি দরিদ্র মানুষের সেবাকে হক্কুল ইবাদ বলে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং প্রশিক্ষক হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। -আল কুরআন

যে এক আল্লাহ্ ও পরলোকে বিশ্বাসী সে যেন যাহা শুভ তাহাই বলে অথবা নীরব থাকে। - আল হাদিস।

দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে পিডিবিএফ

দারিদ্র্য বিমোচনের স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠা একটি প্রতিষ্ঠানের নাম পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)। মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যার মূল উদ্দেশ্য। বিগত ২০০০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। ৪০টি জেলার ১৩৯টি উপজেলা নিয়ে কাজ শুরু করে পিডিবিএফ সফলভাবে পার করেছে ১৫টি বছর। বর্তমানে পিডিবিএফ ৫১টি জেলার ৩৫১টি উপজেলায় ৩৯৬টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ১০ লক্ষাধিক সদস্যদের সেবা প্রদান করে আসছে। পিডিবিএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও পিডিবিএফ থেকে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা সরাসরি উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সচল করছে গ্রামীণ অর্থনীতি। আয় থেকে দায় শোধ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সদস্যরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয়। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ নিজ উদ্যোগে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। "পল্লী রঙ" পিডিবিএফ এর আর একটি সফল উদ্যোগ, যার মাধ্যমে পিডিবিএফ সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে আসছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ এর আলো পৌঁছে দিতেও পিডিবিএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ৪৩,০০৪টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক ৯.২ M.W সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে। পিডিবিএফ সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ৪২৫.৪২ কোটি টাকা। সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ প্রায় ৮,৮৮৭ কোটি টাকা। বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পিডিবিএফ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের যোগ্য দিক নির্দেশনায় পিডিবিএফ আজ একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সকল সহকর্মী ও সুফলভোগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পিডিবিএফ একটি স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত হয়েছে। পিডিবিএফ নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি সরকারী অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পিডিবিএফ এর সেবা পৌঁছে দিয়ে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ফরিদা একজন সফল উদ্যোক্তার নাম

গোগর ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার একটি গ্রাম, আর ফরিদার বাড়ী সেখানেই। দরিদ্র পরিবারের বৌ ফরিদা কিছুতেই তার ভাগ্য মেনে নিতে পারছিল না। সিদ্ধান্ত নিলেন কিছু একটা করবেন। আগে থেকেই তিনি পিডিবিএফ এর সদস্য হওয়ায় জমানো কিছু টাকা আর পিডিবিএফ থেকে নেয়া ৩০,০০০/-টাকা ঋণ ও সমিতির কয়েকজনকে সাথে নিয়ে শুরু করলেন পাপোষ তৈরীর কাজ। ৪টা তাঁত দিয়ে কাজ শুরু করে এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৩টা এবং ২৫ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ফরিদার তৈরী পাপোষ পৌঁছে গেছে পিডিবিএফ এর "পল্লী রঙে" এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিপণী বিতানে। ফরিদার দেখাদেখি গোগার গ্রাম এখন পরিণত হয়েছে পাপোষ তৈরীর গ্রামে। ফরিদা এখন স্বাবলম্বী সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নাম।

মোঃ রইচ উদ্দিন, উর্ধ্বতন উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

উপজাতীদের নিয়ে কাজ করছে পিডিবিএফ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা এলাকায় বেশ কয়েকটি উপজাতী নৃ গোষ্ঠি বাস করে। এরা সমতলের লোকজনের তুলনায় কম সুবিধা ভোগ করে আসছে। পিডিবিএফ এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে। এসকল এলাকার মধ্যে বিশেষ করে দিনাজপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপজাতী নৃ গোষ্ঠি যথা গারো, হাজং, প্রভৃতি উপজাতী পাড়ায় সমিতি গঠন করে তাদের সামাজিক উন্নয়নে ও অর্থনৈতি কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে পিডিবিএফ। ক্ষুদ্র ঋণ ছাড়াও এই সকল এলাকায় পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা দিয়ে আসছে। এমনই একটি সমিতি নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুরের বিরিশিরি গ্রামে গারো নৃ গোষ্ঠী পাড়ার পূর্ব উৎরাইল মহিলা সমিতি। উক্ত সমিতির মোট সুফল ভোগীর সংখ্যা ৫১ জন। সমিতিটির মাঠে পাওনা ঋণ ২,১৯,৩৮০/-টাকা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ১,৪৮,৬৩০/-টাকা, সোনালী সঞ্চয় ৬০,৫০০/-টাকা। সমিতির সভানেত্রী বীণা রাংসা বলেন তাঁর সমিতির সদস্যরা পিডিবিএফ থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, শুকর পালন, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও কৃষিকাজ করে বেশ ভাল আছেন।

পূর্ব উৎরাইল মহিলা সমিতির সাপ্তাহিক সভা পরিচালনা করছেন জনাব গোপাল রঞ্জন দাস, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, দূর্গাপুর, জনাব মোঃ ইকবাল, মাঠ কর্মকর্তা এবং গৌতম চন্দ্র শীল, ঋণ আদায়কারী।

নেত্রকোনা অঞ্চলের দূর্গাপুর কার্যালয়ের গোপালপুর গ্রামের হাজং পল্লীতে পিডিবিএফ এর সোলার

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে পিডিবিএফ

টাঙ্গাইল অঞ্চলের সখিপুর কার্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছেন পিডিবিএফ এর সহকর্মী

পিডিবিএফ এর স্মার্ট ফোন অ্যাপস - 'দরিদ্রতা করবো জয়'

আজকের বিশ্বকে বলা হয় প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব। বর্তমান সময়ের আধুনিক জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে স্মার্ট ফোনের ব্যবহার। স্মার্ট ফোনের বিপুল সংখ্যক অ্যাপস আমাদের দৈনন্দিন নানা কাজকে প্রতিনিয়ত সহজতর করে তুলছে। প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিডিবিএফ সম্প্রতি বাস্তবায়িত করছে 'পিডিবিএফ আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রতি 'দারিদ্র্যতা করবো জয়' নামক একটি স্মার্ট ফোন অ্যাপস নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই অ্যাপস নির্মাণে বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হয়নি, পিডিবিএফ এ নব নিযুক্ত সহকারী প্রোগ্রামারগণের একটি টিম এই অ্যাপসটি নির্মাণ করেছে। এই অ্যাপস থেকে যে সকল সেবা পাওয়া যাবে,

- পিডিবিএফ সম্পর্কিত সকল তথ্য
- পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক পরামর্শ
- ডিজিটাল নিউজলেটার ও সর্বশেষ সংবাদ
- পিডিবিএফ এর সকল কার্যক্রম ও বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ক তথ্য
- সকল ইউডিবিও কার্যালয়ের ফোন নাম্বার (ক্লিকের মাধ্যমেই ফোন করা যাবে), ঠিকানা ও উক্ত কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সেবার তালিকা
- সুবিধাভোগী ও পিডিবিএফ সদস্যদের সফলতার গল্প
- মতামত/ পরামর্শ / অভিযোগ প্রদান

সত্যিকার অর্থে এই অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পাবে এবং তার নিকটতম 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা'র কার্যালয়ের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার বিষয়ক তথ্য পাবে। উক্ত অ্যাপসটি যেমন দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকরী তেমনি পিডিবিএফ এ কর্মরতরাও এই অ্যাপসের মাধ্যমে ডিজিটাল নিউজলেটার, সর্বশেষ সংবাদ, চলমান কার্যক্রম ও প্রকল্প বিষয়ক তথ্য ও মতামত / পরামর্শ/ অভিযোগ প্রদান বিষয়ক সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে পিডিবিএফ এর ডিজিটাল মহাসড়কে সংযুক্ত থাকতে পারবে।

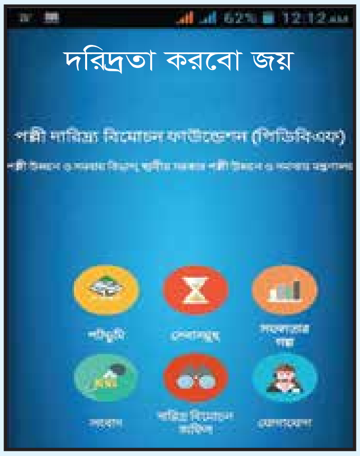

ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহকারি প্রোগ্রামারদের ডেভেলপকৃত পিডিবিএফ অ্যাপস এর হোম পেজ

অ্যাপসের সেবা সকলের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য এর ভাষা সম্পূর্ণ বাংলায় করা হয়েছে। পিডিবিএফ যেমন স্বয়ম্ভর তেমনি অ্যাপস নির্মাণের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর আইসিটি জনবলও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় নিজেদের স্বনির্ভরতার জানান দেয়। এই অ্যাপসের বহুল ব্যবহার ও প্রচারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর কাছে পিডিবিএফ এর দক্ষতা ও সফলতার কথা প্রচার সম্ভব হবে এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে পিডিবিএফ এর সেবা পৌঁছে দেয়া আরও সহজতর হবে।

পিডিবিএফ এর আইসিটি কার্যক্রম ও নতুন সম্ভাবনা

বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্প পিডিবিএফ এর জন্য একটি বহুল প্রতীক্ষিত ও আশাব্যাঞ্জক কার্যক্রম, পিডিবিএফ-কে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আইসিটি প্রকল্প নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে গতিশীল এবং সহজ। তাই প্রযুক্তির ব্যবহার আজ সর্বত্র। এমন ধারনা থেকেই পিডিবিএফ এর সামগ্রিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে আইসিটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয় ও উপ-পরিচালকগণের কার্যালয়ে আইসিটি অবকাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে এবং দ্রুত উপজেলা কার্যালয়সমূহে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামো সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ সারাদেশে সর্বমোট ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবসমূহে বর্তমানে কেবলমাত্র পিডিবিএফ এর নিজস্ব জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পিডিবিএফ এর সুবিধাভোগী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, এর ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক ব্যবসা ও উদ্যোক্তা তৈরি হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টিও পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

আইসিটি প্রকল্পের আওতায় পিডিবিএফ এর সকল আর্থিক কার্যক্রম, মাঠ পরিচালনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষণসহ অন্যান্য সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ সফটওয়্যার নির্ভর করার প্রক্রিয়াটি চলমান। উক্ত সফটওয়্যার অবকাঠামো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে পিডিবিএফ এর সকল কার্যক্রম আরও সহজ, দ্রুততর, স্বচ্ছ এবং আধুনিক হবে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিডিবিএফ এর ব্যয়ভার কমে আসবে এবং স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক 'ইনফো সরকার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হবার প্রক্রিয়াটি চলমান, যা বাস্তবায়িত হলে পিডিবিএফ এর সকল জেলা-উপজেলা পর্যায়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার, ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এর ফলে প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য উপজেলা কার্যালয়সমুহের ভিতর দাপ্তরিক যোগাযোগ সহজ হবে, একই সাথে মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ বাড়বে। আইসিটি কার্যক্রম আমাদের সামনে ভবিষ্যতের যে দৃশ্যটি চিত্রায়িত করে তা হলো সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর, স্বচ্ছ ও আধুনিক এবং অনুসরনীয় একটি প্রতিষ্ঠান। পিডিবিএফ-কে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নব নিযুক্ত সহকারী প্রোগ্রামারগণ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এর মধ্যে সামাজিক গণমাধ্যমে পারস্পারিক যোগাযোগের ব্যবস্থা, পিডিবিএফ এর জন্য স্মার্ট ফোনে ব্যবহার উপযোগী অ্যাপস, অনলাইন এডুকেশন সেন্টার ইত্যাদি উদ্ভাবন পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের নানা পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পিডিবিএফ এর আইসিটি কার্যক্রম বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। পিডিবিএফ এর আইসিটি জনবল ও সক্ষমতা বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক সরকারী সংস্থার চেয়ে বেশী, তাই এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাংলাদেশে আইসিটি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

পিডিবিএফ রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ বদরুল মজিদ, অতিরিক্ত সচিব, আরডিসিডি ও জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং পরিকল্পনা কমিশন

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পিডিবিএফ এর সোলারের মাধ্যমে পানি বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প পরিদর্শন

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলারের মাধ্যমে পানি বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প (পাইলটিং) কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ মাসের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ১৫৮টি স্পটে ২৯১টি সোলার বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্যানেল স্থাপন করে দরিদ্র জনপদে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। অনুরূপভাবে ২য় পর্যায়ে ৯টি জেলার ১৮টি উপজেলায় সোলার পানি বি-লবণীকরণ প্যানেলের মাধ্যমে ২,১৬০টি প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিগত ২৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখ পিরোজপুর অঞ্চল এর ভান্ডারিয়া উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Supplying of Safe Drinking Water by Solar Desalination/Purification Panel to the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh" প্রকল্পের সামগ্রীক অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জনাব পরিমল কুমার দেব, পরিচালক (পরিঃ উন্নয়নঃ নোগোঃ) ও জনাব আবি আব্দুল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

বিগত ১০ এপ্রিল, ২০১৬ পিরোজপুর অঞ্চলে বামনা উপজেলা পানি বি-লবণীকরণ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বামনা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পিডিবিএফ, পটুয়াখালী অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব মাহবুব হোসেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প, জনাব শামসুদ্দোহা চৌধুরী, উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক এবং জনাব মোঃ শাহ আলম খান, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকতা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সোলার প্যানেল ব্যবহার সম্পর্কে সদস্যদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৬ইং তারিখে পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ হলরুমে আরও একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া এর পাত্রদাহ মহিলা সমিতির সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিদর্শন ও মত বিনিময়

বিগত ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন খোকসা উপজেলার পাত্রদাহ মহিলা সমিতির সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরামে অংশগ্রহণ করেন জনাব সৈয়দ বেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া। উক্ত প্রশিক্ষণ ফোরামে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন

জনাব রেবেকা খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা এবং জনাব বৈকুণ্ঠ মন্ডল, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, খোকসা। প্রশিক্ষণ ফোরামে অংশগ্রহণ করে জেলা প্রশাসক মহোদয় সদস্যদের সাথে মত বিনিময় ও আত্ম-কর্মসংস্থানে গ্রামীণ মহিলাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক মহোদয় উক্ত সমিতির সদস্যদের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। সমিতির সদস্যরা জানান তাদের সমিতিতে মোট ২৬ জন সদস্য আছে এবং তাদের সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও সোনালী সঞ্চয় জমা আছে ৭২,০০০/-টাকা এবং এই সমিতির সদস্যরা পিডিবিএফ হতে ৩,৩৬,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছেন। সমিতির সদস্যরা জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়াকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হন।

সাবেকুন্নাহার এর কুটির শিল্প

পিডিবিএফ কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন কোটচাঁদপুর উপজেলার বাজেবামনদহ কলোনীপাড়া মহিলা সমিতির সদস্য সাবেকুন্নাহার সেলাই মেশিন ও কাপড় তৈরি প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে ৬০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৪টি সেলাই মেশিন ও ঝুট কাপড় ক্রয় করে শিশুদের তৈরি পোশাকের কারখানা গড়ে তোলেন। তার পরিবারের সেলাই কাজে প্রশিক্ষিত ৪জন সদস্যসহ সমিতির আরোও ৪ জন সদস্য তার কারখানায় কাজ করেন। তৈরি পোশাক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করে সমস্ত খরচ বাদে প্রতি মাসে তিনি ২৫,০০০/- টাকা আয় করেন। পিডিবিএফ এর সহযোগিতায় ঝুট কাপড় এর ব্যবসার মাধ্যমে তার সংসারে বইছে সুবাতাস। তার দেখাদেখি সমিতির আরও অনেকে দেখছেন ঝুট ব্যবসায়ের স্বপ্ন।

মনিকান্ত বিশ্বাস, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর, কুষ্টিয়া

অসত্যের দাপট ক্ষণস্থায়ী,
কিন্তু সত্যের দাপট চিরস্থায়ী।
- হযরত সোলায়মান (আঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক ২০

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি জোরদারে নির্দেশ এলজিআরডি মন্ত্রীর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনকে (পিডিবিএফ) আরো কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। গত মঙ্গলবার মন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভাকক্ষে পিডিবিএফ গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর এক পর্যালোচনায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিআরডি ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার, পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। মন্ত্রী একই এলাকার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সমধর্মী পরিহার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে অনগ্রসর দরিদ্র প্রবণ বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে ২০০০ সালে ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম শুরু হয়।

পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের রাজবাড়ী সদর উপজেলায় সুফলভোগী সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ খন্দকার, সচিব, আইএমইডি এবং জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ সহ প্রশাসনের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে পিডিবিএফ এর সর্বস্তরের সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৬ উপলক্ষে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে শহীদ ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পিডিবিএফ এর কর্মীগণ।

বিগত ২৬ মার্চ, ২০১৬ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে পিডিবিএফ এর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সকাল ৬.০০টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারী পুরুষের সমতা বিধান, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিডিবিএফ বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদানসহ নারীদেরকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের ফলে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন হয়, পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঋণ সহায়তা প্রদান বাবদ ৯২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ১৩,৮২৫ জন নারীকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৬ উদযাপন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে, তাই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৬ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি উপ-পরিচালকের কার্যালয়/অঞ্চলে নারী দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালী, আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অধিকার, মর্যাদায়-নারী পুরুষ সমানে সমান"। পিডিবিএফ এর এই র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সহকর্মীবৃন্দ ও সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল এর সংরক্ষিত আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম মনোয়ার বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল, জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুব হোসেন। র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ঋণীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৬-এ কুষ্টিয়া অঞ্চলের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক জনাব সৈয়দ বেলাল হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (উপ-সচিব); আনারকলি মাহবুব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক); জনাব মুজিব-উল-ফেরদৌস ও পিডিবিএফ কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব সুশীল মজুমদার। এছাড়া পিডিবিএফ এর অন্যান্য অঞ্চলেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৬ যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়েছে।

একজন মনিরুলের ভাবনা

সবাইতো সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের সাথে উঠে বসে আনন্দ পায়। নিম্নবিত্ত মানুষের খোঁজ কয়জনই বা রাখে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এজন্য যে, এমন এক মহান পেশায় আমার কর্মজীবন শুরু যেখানে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করতে পারব। তাদের সুখ দুঃখটাকে কিছু পরিমাণ হলেও ভাগ করে নিতে পারবো। কোন কাজই খাটো নয় একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া, আমি সেই অনাথ দুঃখীর মুখে হাঁসি ফোটানোর কাজ পেয়েছি। সবাই হয়ত চাকুরী করবে আর আমি পেলাম সেবার কাজ। "মানুষের মন হচ্ছে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়া ছাতার মত, তারা ততক্ষণ কাজ করে না- যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের মন খোলে। তাই আমি এই প্রবাদ বাক্যের সাথে একমত পোষণ করে বলি যে কোন কাজ করার আগে তার মনের উৎফুল্লতা দরকার। মন খুলে যে কোন কাজ করার চেষ্টা করলে অবশ্যই তাতে সফলতা আসে। আমি এমন এক মহৎ কাজের মধ্যে ঢুকেছি যে, যাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটলে দেশের উন্নয়ন ঘটবে এবং জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তবে এই কাজ অতি সহজ না, অত্যন্ত কঠিন ও অধ্যাবসায়ের। রবার্ট ব্রুস এর কথা যেমন পরাজিত হওয়ার পরেও হার মানেননি মাকড়সার বার বার প্রচেষ্টা দেখে নিজেকে উজ্জীবিত করে ছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন তেমনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত। আমরা যদি ক্ষুদ্র ঋণের কাজটা যথাযথভাবে করতে পারি, তবে দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই ইনশাল্লাহ। যে সব সদস্য ঋণ দিতে পারবে না, তাদের বাসায় গিয়ে দেখা করে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনব কিস্তি প্রদানে উৎসাহিত করব আর যদি সদস্য একান্তই ব্যর্থ হয় তবে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। একজন ভাল মাঠ সংগঠক হয়ে সদস্যদের সেবা দেয়ার চেষ্টা করব। পিডিবিএফ এর সকল সহকর্মীরা মিলে আন্তরিক সেবা দিয়ে সুন্দর পিডিবিএফ গড়ার অঙ্গীকার করতে চাই । আমরাই গড়ব আগামিতে একটি দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ।

মোঃ মনিরুল ইসলাম, শিক্ষানবিস মাঠ সংগঠক, ঝিনাইদহ সদর, মাগুরা অঞ্চল

অনিবালা দেবীর জীবন সংসার

সিলেটের আদিত্য পাড়ার অনিবালা দেবী দুই ছেলে ও স্বামী সহ ৪ জনের ছোট সংসার নিয়ে কোন ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। বসত বাড়ীর পাশেই মেইন রাস্তা। একটু ভাল থাকার আশায় ছোট একটি দোকান ভাড়া নিয়ে শুরু করলেন অল্প পুঁজির ইমিটেশন গহনার ব্যবসা। অল্প পুঁজির ব্যবসা নুন আনতে পানতা ফুরানোর মত দোকান ভাড়া নিজের খরচ মিটিয়ে যেন লোকসান আর শেষ হয়না। খুঁজতে থাকেন কিভাবে ব্যবসা বাড়ানো যায়, কিভাবে লাভের মুখ দেখা যায়। একদিন দোকানে আসেন সিলেট সদর উপজেলার এক সহকর্মী, বেচাকেনার ফাঁকে তার সাথে ব্যবসা নিয়ে কথা হয় অনিবালার। অনিবালা সিদ্ধান্ত নেন পিডিবিএফ সমিতিতে ভর্তি হবেন। সমিতির সদস্য হয়ে তিনি প্রথম দফায় ১৫,০০০/- টাকা ঋণ নেন। ইমিটেশন ব্যবসার পাশাপাশি অল্প কিছু শাড়ী তোলেন। শুরু করেন নতুন পথচলা। অনিবালার দোকানটি এখন বেশ বড়। পুঁজির কোন সমস্যা নেই। এভাবে কেটে গেছে কয়েকটি বছর। অনিবালার দোকানে এখন তাঁতের শাড়ী, সৌখিন ব্যাগ, ইমিটেশনের গহনা ছাড়াও আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়। পিডিবিএফ এর পল্লী রঙ-এ মাঝে মাঝে বিভিন্ন মালা মাল সরবরাহ করেন। অনিবালা দেবীর ছোট দোকানে এখন সকল খরচ বাদে ২০-২৫ হাজার টাকা আয় হয়। তিনি নিয়মিত পিডিবিএফ এ সঞ্চয় জমা করেন ঋণ পরিশোধ করেন এবং প্রয়োজনমত ঋণ নেন। অনিবালা বলেন যদি পিডিবিএফ থেকে ঐ সময় ঋণ না পেতাম তাহলে হয়ত ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যেত।

দারিদ্র্যকে জয় করেছেন চায়না বেগম

সবুজে শ্যামলে ঘেরা একটি গ্রাম বুড়াইচ। ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গার এ গ্রামের বাসিন্দা চায়না বেগম। স্বামী একজন ভ্যান চালক। তিনটি কন্যা সন্তানসহ মোট ৫ জনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় চায়না বেগমের। গ্রামের অনেক মেয়েরা কাপড়ের উপর নকশা তোলার কাজ করে দু-চার পয়সা ইনকাম করছে দেখে চায়না বেগম ও ভর্তি হয়ে যান হাতের কাজ শেখায়। অভাবের দিন যেন আর কাটেনা। শাড়ী, পাঞ্জাবী, থ্রি-পিছ ও বিভিন্ন থান কাপড়ে নকশা করার কাজ শিখে ফেলেন অতি দ্রুত। ভাবতে থাকেন কিছু পুঁজি হলে নিজেই কাপড়ে নকশা তৈরী করার কাজ করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। চায়না বেগম খুঁজে বের করলেন এই গ্রামেই পিডিবিএফ এর একটি সমিতি আছে এবং সহজেই ঋণ পাওয়া যায় এখান থেকে। ভর্তি হলেন সমিতিতে। প্রথম দফায় ১৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে শাড়ীর কাজ করার জন্য ফ্রেম ও আনুষঙ্গিক কিছু জিনিস কিনে শুরু করলেন শাড়ীর কাজ। তার দুই মেয়েও এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। নানান রঙের, ডিজাইনের নকশা তুলেন চায়না বেগম। তাঁর স্বামী কাজ করা সে সকল শাড়ী, থ্রি পিছ বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করেন। চায়না বেগম এখন ভীষণ ব্যস্ত। সে ১৫,০০০/- টাকা ঋণ পরিশোধ করে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো বড় করে করছেন শাড়ীর কাজ। তাঁর সাথে পাড়ার আরো ১০-১৫ জন মেয়ে কাজ করছে। সব খরচ বাদে চায়না বেগমের এখন মাসিক আয় ১৫-২০ হাজার টাকা। এখন আর চায়না বেগমের স্বামীর ভ্যান চালাতে হয়না। মেঝ মেয়ে ১০ম ও ছোট মেয়ে ৯ম শ্রেণীতে পড়ে। চায়না বেগম তার পরিশ্রম, সততা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। তার এ সাফল্যে গ্রামের আরো অনেককে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্বাবলম্বী হওয়ার।

স্বপন কুমার সরকার, উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর অঞ্চল

সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে

সে অনেকদিন আগের কথা, রুমি বেগম মাত্রাই মহিলা সমিতি গঠন করেন। স্বামী কোমল মিয়া ও ছেলে ইসমাইল পরের বাড়ী দিন মজুরের কাজ করে। রুমি বেগম সপ্তাহে ১০ টাকা ২০ টাকা করে সঞ্চয় করে শুরু করেছিলেন দারিদ্র্য জয়ের যুদ্ধ। রুমি বেগম এখন বৃদ্ধ কিন্তু তার দারিদ্র্য এখনো দূর হয়নি কিন্তু জমা হয়েছে কিছু সঞ্চয়। সংসারের চাবি এখন

ছেলের বৌ রওশানারার হাতে। রওশানারা শাশুরীর আজন্ম লালিত সুখের স্বপ্নে নতুন করে হাল ধরেন। বুদ্ধিমতি রওশানআরা প্রায় ৬ বছর আগে পিডিবিএফ থেকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নেন।

প্রশিক্ষণ পেয়ে তার মনে হয় সংসারের উন্নতির জন্য কিছু একটা করা দরকার। শলা-পরামর্শ শেষে সিদ্ধান্ত নেন ব্রয়লার মুরগীর খামার করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ পিডিবিএফ, বগুড়া অঞ্চলের কালাই কার্যালয় হতে প্রথম দফায় ৫,০০০/- ঋণ আর শাশুড়ীর জমানো সঞ্চয় নিয়ে ১৫০টি ব্রয়লার মুরগী দিয়ে শুরু করেন ছোট একটি মুরগীর খামার। মাত্র ৩০-৪০ দিনের মধ্যেই বাচ্চা গুলো বিক্রির উপযোগী হলে লাভের মুখ দেখেন রওশানআরা। এভাবে পর্যায়ক্রমে বছরে ৪টি শেডে প্রায় ৩,৫০০টি বাচ্চা পরিচর্যা করছেন। প্রতি শেডে প্রায় ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়। এ লাভের টাকা দিয়ে ৪ বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করছেন তার স্বামী ইসমাইল। ইসমাইলকে আর পরের জমিতে কিষাণ দিতে হয় না।

অল্পতে থেমে থাকার মেয়ে রওশানআরা নয়। মুরগীর খামারের লাভের টাকা ও পিডিবিএফ হতে নেয়া ঋণ কাজে লাগিয়ে রওশানআরা বাড়ির পাশের ১ বিঘা জমিতে গড়ে তোলেন একটি নার্সারী। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী আর রওশানআরা সবাই মিলে কাজ করেন মুরগীর খামার ও নার্সারীতে। পরিবার পরিজন নিয়ে দারুন সুখে আছেন রওশানআরা। রওশানআরা বলেন পিডিবিএফ এর বদৌলতে আজ আমরা সুখের সংসার গড়তে পেরেছি।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মাঠ সংগঠক, কালাই, বগুড়া

মেধাবী মুখ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মাতা ঃ সামিনা ফারহানা
পিতা ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম
পদবী ঃ যুগ্ম পরিচালক, মাঠ পরিচালন বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সাদিয়া আফরিন উর্মি
মাতা ঃ নাসরিন জাহান
পিতা ঃ মোঃ শাহ্‌জাহান মিয়া
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা বিয়ানী বাজার কার্যালয়, সিলেট

মোঃ সৈকত রহমান শুভ
মাতা ঃ মোছাঃ সেলিনা আক্তার
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ শাহিনুর রহমান

অনিন্দ্য সাহা
মাতা ঃ সুপ্রিয়া পোদ্দার
পিতা ঃ সুমন কুমার সাহা
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ভূয়াপুর কার্যালয়, টাঙ্গাইল

সাবিনা
মাতা ঃ ইয়াসমিন বেগম
সদস্য, কনকসার মহিলা সমিতি
লৌহজং কার্যালয়, ঢাকা
পিতা ঃ মোঃ সালাম সরদার

ফাবিহা তাসনিম বুশরা
মাতা ঃ মোর্শেদা রহমান
পিতা ঃ মোঃ ফজলুর রহমান
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা বগুড়া সদর কার্যালয়, বগুড়া

মারুফ হোসেন
মাতা ঃ মিনা খাতুন
পিতা ঃ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
পদবী ঃ মাঠ সংগঠক
ভূয়াপুর কার্যালয়, টাঙ্গাইল

কামরুল হাসান
মাতা ঃ পাপিয়া আক্তার
পিতা ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা সেলপ, মির্জাপুর কার্যালয়, টাঙ্গাইল

মোঃ রেজওয়ান রহমান
মাতা ঃ নাজনীন নাহার
সদস্য, গোদার পাড়া মহিলা সমিতি
বগুড়া সদর কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ আব্দুল মান্নান

ইসরাত তামান্না ইশা
মাতা ঃ মেরিনা নাজনীন (লীজা)
পিতা ঃ মোঃ ইয়াকুব আলী
পদবীঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ভেদরগঞ্জ কার্যালয়, বরিশাল

সৈয়দা সামিয়া রহমান
মাতা ঃ জিনাত সাকিলা ইয়াসমিন
পিতা ঃ মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
পদবীঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা আশুগঞ্জ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

মোঃ মেহেদী হাসান সৌরভ
মাতা ঃ মোছাঃ আক্তার বানু
মাঠ কর্মকর্তা সোনাতলা কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ আব্দুল আজিজ

মোঃ শাহ নেওয়াজ মল্লিক
মাতা ঃ রুবি খানম
পদবী ঃ সহকারী পরিচালক, হিসাব প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
পিতা ঃ মোঃ শাহ আলম মল্লিক

মোঃ রুবাইয়াত আলম
মাতা ঃ দিলরুবা বেগম
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ভৈরব কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
পিতা ঃ মোঃ শামছুল আলম

মোছাঃ মরিয়ম আক্তার
মাতা ঃ খুরশিদা বেগম
সদস্য, ফুলতলা পুর্ব মহিলা সমিতি
শেরপুর কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ লাল মিয়া

মায়িশা আনজুম পূর্নী
মাতা ঃ দিলুয়ারা বেগম
পিতা ঃ মোঃ মতিউর রহমান
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা নারায়ণগঞ্জ বন্দর কার্যালয়, নরসিংদী

মোঃ বাপ্পী
মাতা ঃ মুক্তা বেগম
সভানেত্রী, তাতারকান্দি মধ্য পাড়া মহিলা সমিতি, ভৈরব কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
পিতা ঃ মোঃ হেলিম মিয়া

মাশরাফিল মর্তুজা জিম
মাতা ঃ মোছাঃ মৌলদা ইয়াসমিন
পিতা ঃ মোঃ মিজানুর রহমান
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা কালাই কার্যালয়, বগুড়া

হোমায়রা মাইশা
মাতা ঃ বিলকিছ বেগম
পিতা ঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা নারায়ণগঞ্জ সদর কার্যালয়, নরসিংদী

নাফিজ ইমতিয়াজ মাহিব
মাতা ঃ বেগম হাসনা হেনা
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা জামালপুর সদর কার্যালয়, জামালপুর
পিতা ঃ এ্যাডঃ শামসুল হক

রুবাইয়া তাসমিন সামা
মাতা ঃ মোছাঃ জাকিয়া ইয়াসমিন
পিতা ঃ মোঃ মতলেবুর রহমান
পদবী ঃ মাঠ কর্মকর্তা,
নামুজাহাট কার্যালয়, বগুড়া

মিনার সিকদার
মাতা ঃ শিউলি বেগম
সদস্য দঃ ফুলদী মহিলা সমিতি
গজারিয়া কার্যালয়, ঢাকা
পিতা ঃ মোঃ জাবেদ

মোঃ নাফিস সাদাফ
মাতা ঃ নাজমুন নাহার
পদবী ঃ মাঠ কর্মকর্তা
নকলা কার্যালয়, জামালপুর
পিতা ঃ গোলাম সরোয়ার

তানজিদুর রহমান (পবন)
মাতা ঃ মারজাহান আরা বেগম
পিতা ঃ মোঃ নূরুল আফছার
পদবী ঃ সহকারী পরিচালক,
ক্রয় ও সহায়ক সেবা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

এস এম মুন্তাছিম হোসেন মাহিম
মাতা ঃ মোছাঃ মনিরা সুলতানা
পিতা ঃ মোঃ শাহাদৎ হোসেন
পদবী ঃ উপ-সহকারী পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা

সৌভিক সরকার
মাতা ঃ মিনতী সরকার
পিতা ঃ মোঃ স্বপন কুমার সরকার
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন
কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা কার্যালয়, ফরিদপুর

নাম ঃ রাইনা মাসনুন শাইরা
মাতা ঃ তানিয়া সুলতানা
পিতা ঃ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পদবী ঃ যুগ্ম পরিচালক, তথ্য প্রযুক্তি
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত

জান্নাতুন্নাহার নাওমী
মাতা ঃ মাজেদা বেগম
পিতা ঃ খন্দকার জাকির হোসেন
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
কাউখালী কার্যালয়, পিরোজপুর অঞ্চল

লোপা মুদ্রা হালদার
মাতা ঃ ইভা মন্ডল
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
স্বরূপকাঠি কার্যালয়, বরিশাল
পিতা ঃ স্বপন কুমার হালদার

আহসান হাবিব রকি
মাতা ঃ মোছাঃ রেহেনা বেগম
পিতা ঃ মোঃ সাহার আলী
পদবী ঃ বার্তাবাহক
সারিয়াকান্দি কার্যালয়, বগুড়া

সঞ্চিতা এনায়েত
মাতা ঃ আমেনা সুলতানা
পিতা ঃ মোঃ এনায়েত উল্লা
পদবী ঃ সহকারী পরিচালক, অডিট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাফিজা হক প্রমি
মাতা ঃ আমেনা খাতুন
পিতা ঃ মোঃ আবদুল হক
পদবী ঃ উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, অর্থ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

সাইফুল ইসলাম শাওন
মাতা ঃ আফরোজা বেগম
সদস্য, ক্ষুদ্র বলাইল পুর্ব মহিলা সমিতি
সারিয়াকান্দি কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ আব্দুস সামাদ

আমেনা খাতুন
মাতা ঃ নাছিমা বেগম
পদবী ঃ সদস্য- উঃদঃ ডামুড্যা বেলী
মহিলা সমিতি, ডামুড্যা কার্যালয়, বরিশাল
পিতা ঃ শাহজাহান বেপারী

অনিন্দিতা সোম
মাতা ঃ চন্দনা সোম
পিতা ঃ মুকুল কুমার সোম
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
পাইকগাছা কার্যালয়, সাতক্ষীরা

ওয়ারিহা ইসলাম নওমী
মাতা ঃ সুলতানা পারভীন
পিতা ঃ মোঃ নূরুল ইসলাম
পদবী ঃ হিসাব কর্মকর্তা
জয়পুরহাট সদর কার্যালয়, বগুড়া

প্রিয়তম সরকার
মাতা ঃ ডলি সরকার
পিতা ঃ উত্তম কুমার সরকার
পদবী ঃ উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা
মেহেন্দিগঞ্জ কার্যালয়, বরিশাল

ইসরাত জাহান ইমা
মাতা ঃ মর্জিনা আক্তার মলি
মাঠ কর্মকর্তা, এলেঙ্গা কার্যালয়, টাঙ্গাইল
পিতা ঃ দেওয়ান ইয়াকুব হোসেন
মাঠ কর্মকর্তা (সেলপ) এলেঙ্গা কার্যালয়, টাঙ্গাইল

মোঃ এহসানুল হক চৌধুরী
মাতা ঃ সাহানা পারভীন
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
জয়পুরহাট সদর কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মরহুম একরামুল হক চৌধুরী

সানজিদুর রহমান
মাতা ঃ হাছিনা আক্তার
পিতা ঃ বিএম সাইদুর রহমান
পদবী ঃ হিসাব কর্মকর্তা
মেহেন্দিগঞ্জ কার্যালয়, বরিশাল

সৈয়দা সাদিয়া রহমান
মাতা ঃ জিনাত সাকিলা ইয়াসমিন
পিতা ঃ মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
আশুগঞ্জ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

সৈয়দ নাহিদ হাসান
মাতা ঃ নুরুন্নাহার বেগম
সদস্য ফুলতলা পূর্ব মহিলা সমিতি
শেরপুর কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ সৈয়দ আব্দুল বাতেন

উম্মে আয়মন
মাতা ঃ পারুল বেগম
পিতা ঃ মোঃ আব্দুল হক
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
মেহেন্দিগঞ্জ কার্যালয়, বরিশাল

অভিজিৎ সাহা (আবীর)
মাতা ঃ রুনু সাহা
উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা
জামালপুর সদর কার্যালয়, জামালপুর
পিতা ঃ এ্যাডঃ টিটু কুমার সাহা

তাসনিম জাহান (নিশা)
মাতা ঃ মারজাহান আরা বেগম
পিতা ঃ মোঃ নূরুল আফছার
পদবী ঃ সহকারী পরিচালক, ক্রয় ও সহায়ক সেবা
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

চন্দ্রীমা সিকদার
মাতা ঃ অর্চনা রানী হালদার
পিতা ঃ ভবরঞ্জন সিকদার
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
স্বরূপকাঠি কার্যালয়, বরিশাল

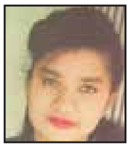

তাব্বাস্সুম বিনতে মাঈশা (প্রমি)
মাতা ঃ শোহাদা নাফছিন
মাঠ সংগঠক
জামালপুর সদর কার্যালয়, জামালপুর
পিতা ঃ সেলিম চৌধুরী

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত

দেবপ্রিয় পাল
মাতা ঃ অন্জনা পাল
পিতা ঃ রাধা বিনোদ পাল
পদবী ঃ উপ-পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট

সুমাইয়া সুলতানা
মাতা ঃ মনোয়ারা বেগম
পিতা ঃ মোঃ শফিকুল আলম
পদবী ঃ উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল

মোঃ সামিউল ইসলাম তোহা
মাতা ঃ আখতারী আফরোজ
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
জয়পুরহাট সদর কার্যালয়, বগুড়া
পিতা ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম

তনুশ্রী দাস (তন্বী)
মাতা ঃ মান্না রানী চৌধুরী
পিতা ঃ পীযুষ কান্তি দাশ
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
সিলেট সদর কার্যালয়, সিলেট

মোঃ মুয়ীয হোসেন অন্তর
মাতা ঃ সৈয়দা সুলতানা পারভীন
পিতা ঃ মোঃ মোনাওয়ার হোসেন
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
সোনাতলা কার্যালয়, বগুড়া

ফারহানা বিনতে আওয়াল
মাতা ঃ নাসিমা আকতার
পিতা ঃ মোঃ আবদুল আউয়াল
পদবী ঃ সহকারী পরিচালক,
পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প, প্রধান কার্যালয়

বিশেষ কৃতিত্ব

মীর রিজওয়ানুর রহমান অনিক
মাতা ঃ মোছাঃ রোকশানা বেগম
পিতা ঃ মীর আনিছুর রহমান
পদবী ঃ উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক (সেলপ)
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, জামালপুর
কৃতিত্ব ঃ SSC ও HSC তে GPA 5 বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে
কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে BMA প্রশিক্ষণরত

আব্দুল্লাহ আল মামুন
মাতা ঃ মারুফা সুলতানা সাথী
পিতা ঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, যশোর সদর কার্যালয়, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ SSC ও HSC তে GPA 5 বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে
কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে BMA প্রশিক্ষণরত

‘স্বয়ম্ভর ও ডিজিটাল পিডিবিএফ গঠনের শপথ নিলেন পিডিবিএফ এর সহকর্মীবৃন্দ’

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৬ টাইগার গার্ডেন অডিটরিয়াম, খুলনা।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে পিডিবিএফ বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করে আসছে। পিডিবিএফ এর সেবার মানোন্নয়ন ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য পিডিবিএফ এর অঞ্চলসমূহের কর্মীদের নিয়ে আটটি ভেন্যুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিডিবিএফ। প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে কর্মশালার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের সকল উপ-পরিচালক / আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সারাদিন ব্যাপি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়। প্রধান অতিথি কর্মশালায় আগত সকল সহকর্মীকে পিডিবিএফ এর সকল সাফল্যের ধারাবহিক বর্ণনা দেন এবং এ সাফল্য অর্জনে সকল পর্যায়ের সহকর্মীদের অবদানের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন পিডিবিএফ নিজস্ব আয় থেকে সরকার ঘোষিত মেগা পে-স্কেল বাস্তবায়ন করেছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে স্বয়ম্ভর ও ডিজিটাল পিডিবিএফ গড়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন পিডিবিএফ এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাড়াতে চায় যে নিজের আয়ে নিজেই চলবে, পিডিবিএফ কারো সাহায্য ছাড়াই একটি আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সকল সহকর্মীকে দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আহ্বানে পিডিবিএফ এর সকল সহকর্মীগণ সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে একটি সুদৃঢ়, সুন্দর, আরো বেশী জনকল্যাণমূখী ডিজিটাল পিডিবিএফ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প)	ফাউন্ডেশন শুরুর সময়	এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৪টি	০৭টি
২	প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	১৭টি	৫১টি
৩	উপজেলার সংখ্যা	১৩৯টি	৩৫৬টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের সংখ্যা	১০টি	২৫টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	১৩৯টি	৩৯৬টি
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	২৬০০ জন	৪,৯২০ জন
৭	সমিতির সংখ্যা	১২,১০৯ টি	২৬,২৫৬টি
৮	সদস্য সংখ্যা	২,৯৩,০০০	১০ লক্ষ ৩১ হাজার
৯	ঋণী সদস্য সংখ্যা	১,৯৩,০০০	৬ লক্ষ ৭০ হাজার
১০	সঞ্চয় স্থিতি ঃ সাধারণ, সোনালী ও মেয়াদী (কোটি টাকায়)	৩৭ কোটি	৪২৫ কোটি ৪২ লক্ষ
১১	মাঠ কর্মী প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	২০৫ জন	৫৩৭ জন
১২	মাঠ কর্মী প্রতি গড় বিতরণ		৪৫ লক্ষ
১৩	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	৬৬০.৭৪	৭,১৬৩ কোটি
১৪	ক্ষুদ্র ঋণ আদায় হার	৯০%	৯৭%
১৫	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	-	২৬,০২৭ জন
১৬	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ	-	১,৭২৪ কোটি
১৭	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার	-	৯৮%
১৮	মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প)	-	৮,৮৮৭ কোটি
১৯	স্বয়ম্ভরতার হার	৬২.৫%	১০০%
২০	বর্তমান অর্থ বছরে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা	-	১,২৩৪ কোটি
২১	সোলারভূক্ত জেলার সংখ্যা	-	২৩টি
২২	সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত কার্যালয়ের সংখ্যা	-	১৩০টি
২৩	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন সংখ্যা	-	৪৩,০০৪টি
২৪	দৈনিক মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	-	৯.২ (Mwh)
২৫	বর্তমান অর্থ বছরে সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত কার্যালয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা	-	২০টি
২৬	সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্যারাটেক, জেন্ডার ও ইউপি মেম্বার ইত্যাদি)	২১,৬৬২ জন	৩,৩০,২৮৪ জন
২৭	কর্মী প্রশিক্ষণ (ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, টিওটি, ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স , শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কর্মশালা ও অন্যান্য)	২,৬০০ জন	৩৫,৯৮২ জন
২৮	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	-	৮৪৫ জন
২৯	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম ঃ সদস্যদেরকে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।		

সম্পাদনা বোর্ড

প্রধান উপদেষ্টা ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান

উপদেষ্টা ঃ জনাব আ. আ. ম. আনোয়ারুজ্জামান

সম্পাদনা ঃ জনাব মুহিউদ্দিন আহমদ পান্নু

সম্পাদনা সহযোগী ঃ সৈয়দা লতিফা বানু
জনাব সোহরাফ হোসেন
বেগম ফাতেমা খাতুন
জনাব মিহির কুমার মালাকার

প্রকাশক ঃ যোগাযোগ শাখা

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
প্রধান কার্যালয়
বাড়ি নং-৫, এভিনিউ-৩, হাজী রোড
রূপনগর বা/এ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮০৩২৯৩৬, ফ্যাক্স : ৮০৩১৫৯৭
E-mail : info@pdbf.gov.bd
Website : www.pdbf.gov.bd